রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ২৩, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৭৫-আইন/২০২১।—বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) “আইন” অর্থ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন);

(খ) “কমিটি” অর্থ বিধি ৭ এর অধীন গঠিত কমিটি;

(গ) “গুরুতর আহত” অর্থ প্রচন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইবার কারণে জীবনের সংশয় সৃষ্টি হয় বা যাহাতে আহত ব্যক্তি বিকলাঙ্গ, পঙ্গু বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করেন বা সাধারণ কাজকর্ম করিতে অপারগ হন;

(ঘ) “পরিবার” অর্থ গুরুতর আহত বা মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী বা, ক্ষেত্রমত, মাতা, পিতা, সন্তান, ভাই, বোন বা যাহারা উক্ত ব্যক্তির উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল বা তিনি যাহার উপর নির্ভরশীল;

(ঙ) “প্রধান ওয়ার্ডেন”, “অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন” বা “ওয়ার্ডেন” অর্থ আইনের ধারা ২(২৩) এ সংজ্ঞায়িত প্রধান ওয়ার্ডেন, অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন বা ওয়ার্ডেন;

(চ) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত ফরম;

(ছ) “সরকারি বনাঞ্চল” অর্থ বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বনভূমি; এবং

(জ) “ক্ষতিপূরণ” অর্থ এই বিধিমালায় বর্ণিত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **ক্ষতিপূরণের প্রাপ্যতা।**—বাঘ, হাতি, কুমির, ভাল্লুক বা সাফারী পার্কে বিদ্যমান বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হইলে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করা যাইবে।

৪। **ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ।**—(১) এই বিধিমালার অধীন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে, যথা :—

(ক) আইনানুগভাবে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উক্ত বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে কর্মরত সরকারি কর্মচারী বিধি ৩ এ উল্লিখিত কোনো বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হইলে;

(খ) সরকারি বনাঞ্চলের বাহিরে লোকালয়ে বিধি ৩ এ উল্লিখিত কোনো বন্যপ্রাণী দ্বারা কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হইলে বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে; এবং

(গ) কোনো ব্যক্তি সাফারী পার্কে বিদ্যমান বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হইলে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোনো জানমালের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে না, যথা :—

(ক) সরকারি বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশের ফলে কোনো ব্যক্তি বিধি ৩ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হইলে;

(খ) কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোনো বন্যপ্রাণীকে আঘাত করিলে বা করিতে উদ্যত হইলে অথবা অনুমতি ব্যতীত অবৈধভাবে কোনো বন্যপ্রাণীকে শিকার বা আটক করিতে চাহিলে বা করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বন্যপ্রাণী দ্বারা আঘাত প্রাপ্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে;

(গ) বিদেশি নাগরিক হইলে;

(ঘ) সীমান্তের “নো ম্যানস ল্যান্ড” এলাকায় বর্ণিত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত হইলে;

(ঙ) সাফারী পার্কের সরকারি ঝুঁকি ভাতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইলে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “নো ম্যানস ল্যান্ড” অর্থ এমন কোনো এলাকা বা বিচ্ছিন্ন ভূমি যাহা কোনো দেশের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।

৫। **ক্ষতিপূরণের ধরন ও নির্ধারণের হার।**—এই বিধিমালার অধীন মৃত ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
(ক)	মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা)
(খ)	গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে	অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
(গ)	সরকারি বনাঞ্চলের বাহিরে লোকালয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে	অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা)

৬। **বণ্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ আদায়ের আবেদন।**—বিধি ৩ এ উল্লিখিত বন্যপ্রাণী দ্বারা কোনো ব্যক্তি গুরুতর আহত বা নিহত হইলে বা সরকারি বনাঞ্চলের বাহিরে লোকালয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, বিধি ৪ এর বিধান সাপেক্ষে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্য বা মালিককে ঘটনা সংঘটিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নমুনা ফরম ‘ক’, ফরম ‘খ’ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম ‘গ’ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট অফিসের রেঞ্জ কর্মকর্তা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ঘটনা সংঘটিত হইবার ৬০ (ষাট) দিন অতিবাহিত হইবার পর পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে বিধি ৭ এর অধীন গঠিত কমিটি যৌক্তিক কারণ থাকা সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনটি বিবেচনা করিতে পারিবে।

৭। **বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সংক্রান্ত কমিটি।**—(১) বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করিবার লক্ষ্যে ৪ (চার) সদস্যবিশিষ্ট নিম্নরূপ কমিটি থাকিবে, যথা :—

(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আহবায়ক;

(খ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র, সদস্য;

(গ) সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর বা ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, সদস্য; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক, রেঞ্জ কর্মকর্তা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সদস্য-সচিব :

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(২) কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্ত করিয়া সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও জীবন হানির ব্যাপারে সত্যতা যাচাই করিয়া ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মতামতসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা ওয়ার্ডেন এর নিকট ফরম-ঘ অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

৮। **ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর সংক্রান্ত বিধানাবলী।**—(১) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা ওয়ার্ডেন কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উহা যাচাই-বাছাই এবং পর্যালোচনা করিয়া সুপারিশ সহকারে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন এর নিকট আর্থিক মঞ্জুরির জন্য প্রেরণ করিবেন এবং অতিরিক্ত প্রধান ওয়ার্ডেন সুপারিশকৃত প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ ও দাবিকৃত অর্থ মঞ্জুরি প্রদানের জন্য আবেদনসমূহ প্রধান ওয়ার্ডেন এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) আর্থিক মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা ওয়ার্ডেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষতিপূরণের অর্থ ক্রস চেক বা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) এর মাধ্যমে প্রদান করিবেন।

৯। **আপীল সংক্রান্ত বিধানাবলী।**—(১) ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্তে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ হইলে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে দায়েরকৃত আপীল ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আপীলে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ১০ নভেম্বর, ২০১০ তারিখে জারীকৃত বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা, ২০১০ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত নীতিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা উক্ত নীতিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কোনো কার্য বা কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব এই বিধিমালার বিধান অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ফরম-ক [নমুনা ফরম]
[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (২ কপি)

বরাবর
রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
....

ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র : গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে

(ক)	**আবেদনকারীর তথ্য**	:
১।	আবেদনকারীর নাম	:
২।	পিতার নাম	:
৩।	মাতার নাম	:
৪।	জন্ম তারিখ	:
৫।	জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং	:
৬।	মোবাইল নম্বর	:
৭।	পেশা	:
৮।	জাতীয়তা	:
৯।	পূর্ণ ঠিকানা	:
	স্থায়ী	:
	বর্তমান	:
(খ)	যে ধরনের বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত	:
(গ)	ঘটনা সংঘটনের স্থান, সময় এবং তারিখ	:
(ঘ)	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ধরন	:
(ঙ)	ক্ষতিপূরণের দাবী/পরিমাণ	:
(চ)	ব্যাংকের হিসাব নং, শাখা ও ব্যাংকের নাম	:

সত্য পাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক, আমি কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করি নাই এবং পরবর্তীতে কোনো তথ্য মিথ্যা বা কাগজাদি সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তারিখ : .... খ্রিঃ

সংযুক্ত কাগজাদির তালিকা :

(ক) ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়রীর সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) চিকিৎসা সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি;

(ঘ) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি; এবং

(ঙ) প্রয়োজনীয় কাগজাদি, ছবি ও অন্যান্য (যদি থাকে)।

ফরম খ [নমুনা ফরম]

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (২ কপি)

বরাবর

রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

....

ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্রঃ মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে

(ক) মৃত ব্যক্তির তথ্য

১। মৃত ব্যক্তির নাম :

২। পিতার নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। জন্ম তারিখ :

৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :

৬। পেশা :

৭। জাতীয়তা :

৮। পূর্ণ ঠিকানা :

স্থায়ী :

বর্তমান :

৯। মৃত্যুর তারিখ :

(খ) মৃত ব্যক্তির পক্ষে আবেদনকারীর তথ্য

১। আবেদনকারীর নাম :

২। মৃত ব্যক্তির সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক :

৩। জন্ম তারিখ :

৪। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :

৫। মোবাইল নম্বর :

৬। পেশা :

৭। জাতীয়তা :

৮। পূর্ণ ঠিকানা :

স্থায়ী :

বর্তমান :

(গ) যে ধরনের বণ্যপ্রাণীর আক্রমণে মৃত্যু ঘটিয়াছে :

(ঘ) ঘটনা সংঘটনের স্থান, সময় এবং তারিখ :

(ঙ) ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ধরন :

(চ) ব্যাংকের হিসাব নং, শাখা ও ব্যাংকের নাম :

<u>সত্য পাঠ</u>

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক, আমি কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করি নাই এবং পরবর্তীতে কোনো তথ্য মিথ্যা বা কাগজাদি সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তারিখ :............................ খ্রিঃ

<u>সংযুক্ত কাগজাদির তালিকা :</u>

(ক) মৃত ব্যক্তির (যদি থাকে) এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষে আবেদনকারীর ২ (দুই) কপি করে পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়রীর সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) মৃত্যু সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি;

(ঘ) মৃত ব্যক্তির এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষে আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি; এবং

(ঙ) প্রয়োজনীয় কাগজাদি, ছবি ও অন্যান্য (যদি থাকে)।

ফরম গ [নমুনা ফরম]
[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (২ কপি)

বরাবর
রেঞ্জ কর্মকর্তা/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
....

ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্রঃ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষেত্রে

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তথ্য :

১। ব্যক্তির নাম :

২। পিতার নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। জন্ম তারিখ :

৫। জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :

৬। মোবাইল নম্বর :

৭। পেশা :

৮। জাতীয়তা :

৯। পূর্ণ ঠিকানা :

স্থায়ী :

বর্তমান :

(খ) ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য :

১। প্রতিষ্ঠানের নাম :

২। প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :

৩। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম :

৪। প্রতিষ্ঠান প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন নং :

৫। প্রতিষ্ঠান প্রধানের মোবাইল নম্বর :

৬। প্রতিষ্ঠান প্রধানের জাতীয়তা :

(গ) **যে ধরনের বন্যপ্রাণী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে** :

(ঘ) **ঘটনা সংঘটনের স্থান, সময় এবং তারিখ** :

(ঙ) **ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ** :

(চ) **ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ধরন** :

(ছ) **ক্ষতিপূরণের দাবী/পরিমাণ** :

(জ) **ব্যাংকের হিসাব নং, শাখা ও ব্যাংকের নাম** :

<u>সত্য পাঠ</u>

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজাদি সঠিক, আমি কোনো মিথ্যা তথ্য দাখিল করি নাই এবং পরবর্তীতে কোনো তথ্য মিথ্যা বা কাগজাদি সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তারিখ : .... খ্রিঃ

<u>সংযুক্ত কাগজাদির তালিকা :</u>

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;

(খ) সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়রীর সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির প্রমাণক (ছবিসহ);

(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি;

(ঙ) প্রয়োজনীয় কাগজাদি, ছবি ও অন্যান্য (যদি থাকে)।

ফরম ঘ [নমুনা ফরম]
[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ সংক্রান্ত কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক্ষয়ক্ষতির ধরন (গুরুতর আহত/মৃত/ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ)	কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬

সরেজমিনে পরিদর্শন করা হইয়াছে/হয় নাই। আবেদনের সত্যতা পাওয়া গিয়াছে/যায় নাই।

কমিটির সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর :

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	স্বাক্ষর
০১।			
০২।			
০৩।			
০৪।			

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিয়াউল হাসান এনডিসি
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd